জাবি সংকট

আন্দোলনকারী প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন

অজ্ঞাত ৬০ জনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের মামলা

সংবাদ : প্রতিনিধি, জাবি

| ঢাকা , সোমবার, ০৪ নভেম্বর ২০১৯

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে নবম দিনের মতো সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল ধর্মঘটের ফলে স্থবির হয়ে পড়েছে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম। এছাড়া ধর্মঘটের ফলে তিনটি বিভাগের পূর্ব নির্ধারিত চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

এদিকে উদ্ভূত সংকট সমাধানের জন্য আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ফ্ল্যাটফর্মের মুখপাত্র অধ্যাপক রায়হান রাইনের নেতৃত্বে ১২ জনের প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

ধর্মঘটের অংশ হিসেবে সকাল সাতটা থেকে বিশ^বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সামনে অবস্থান করেন তারা। প্রশাসনিক ভবনের

কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবরোধের ফলে অফিসে ঢুকতে পারেনি। এবং অনুষদগুলোতে ধর্মঘটের প্রভাবে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা এবং তিন বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভাগগুলো হলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের তৃতীয় পর্বের ১ম সেমিস্টার, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ৭ম সেমিস্টার ও দর্শন বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের পরীক্ষা এছাড়া দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল পুরাতন রেজিস্ট্রার ভবন থেকে বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার পুরাতন রেজিস্ট্রারে এসে শেষ হয়।

এদিকে আন্দোলন চলাকালে সহকারী প্রক্টর মহিবুর রৌফ শৈবালকে আহত করার অভিযোগ তুলে অজ্ঞাত ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহিন আশুলিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগ আমলে নিয়ে তা মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে পুলিশ। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (অপারেশন) জিয়াউল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দ-বিধির ১৪৩, ৩২৩, ৩২৪, ৩০৭ ও ৩৪ ধারায় মামলা হয়েছে। তদন্ত কাজ চলছে। মামলার বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহিন জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগটি জমা দেন।

আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, উপাচার্য অপসারণ আন্দোলন দমন করতেই হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান বলেন, আন্দোলনের দুই সংগঠকের ওপর হামলার পর সহকারী প্রক্টর মহিবুর রৌফ শৈবাল ঘুরে বেরিয়েছেন। কিন্তু, হঠাৎ করে তিনি আহত বলে ঘোষণা করা হয়। এটা একটা নাটক। এদিকে আবার মামলাবাজ প্রশাসন মামলা দায়ের করেছে। এটি একটি প্রতারণাপূর্ণ মামলা। আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হয়রানি করার জন্য এই মামলা করা হয়েছে। আমরা এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করব। ‘নিপীড়নমূলক গায়েবি মামলার’ প্রতিবাদে ও উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে যেকোন মুহূর্তে উপাচার্যকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপন্থি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থান নিতে দেখা দেয়।

এদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গতকাল টিআইবির পক্ষ থেকে শেখ মনজুর-ই-আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, উপাচার্য ও তার পরিবারের সদস্যদের অবৈধ লেনদেনে জড়িত থাকার যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এখনও

তার কোন তদন্ত হয়ান। দুদকও এই অভিযোগ তদন্তে এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আমরা এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানাই। এবং নৈতিক অবস্থান ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে উপাচার্যকে সাময়িকভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান সংকট নিরসনে আচার্যের (রাষ্ট্রপতি) হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অজিত কুমার মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলমান সংকট নিরসনের লক্ষ্যে উপাচার্য, আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও উপাচার্যপন্থি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে শিক্ষক সমিতির তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। এতে তিন পক্ষই সংকট নিরসনে আচার্যের হস্তক্ষেপের বিষয়ে একমত হয়েছেন।